Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-IX, Issue-II, January 2021, Page No.148-151
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

লিঙ্গ বৈষম্য ও বর্তমান সমাজে নারী

Dr. Ramkrishna Mahanti
M.A., M.Phil, Ph.D., Assistant Master, Department of Political Science, New Integrated Government. School, Raigang, West Bengal, India
Mr. Ashok Kumar Giri
M.A. (Gold Medalist), M.Phil, State Aided College Teacher-I, Department of Political Science, Deshapran Mahavidyalaya, West Bengal, India

Abstract

In the modern times Democracy is the highest form of Political System. The fundamental principle of Democracy is providing a qualitative rule for the people. The success rate of Democracy depends on the mass participation viz. that doesn't means Democracy is a numeric form of government. It can be successful only when the huge number of people (people as whole male and female) freely and fairly participate in this system.

But it is fact that from exigent to medieval and recently modern age our society is male dominated society. In maximum time our socio-political system, executive system judiciary system, social policies, rules, customs, norms etc are controlled by the male. Their (Female) rights, freedom, liberty etc are still suppressed by the male. It is historically proved that female played a crucial role in the socio-political development of our country. Maitryee, Apala, Gargi, Lopamudra are the best example in our Indian history. If we focus our regional or national politics the same incident has picturized. Where the female are very active for socio-economic development of our nation. We can't avoid their role.

Keywords: Democracy, Gender biasness, Male-domination, Biological construction, Empowerment.

আধুনিক বিশ্ব ব্যবস্থার সর্বোত্তম রাষ্ট্র-শাসন প্রণালী হিসেবে 'গণতন্ত্র' স্বীকৃত হলেও এই গণতান্ত্রিক কাঠামোর বিকাশ অনেকটাই দাঁড়িয়ে রয়েছে গণ অংশগ্রহণের ওপর। তবে গণঅংশগ্রহণ বলতে কেবল সংখ্যা তত্ত্বকে বোঝায় না। এটি নির্ধারিত হয়ে থাকে নারী ও পুরুষের ব্যাপক অংশ গ্রহণের দ্বারা। যদিও সুদূর প্রাচীনকাল থেকে সম্প্রতি এই চির সত্য কতখানি বাস্তবায়িত হয়েছে, তা নিয়ে অনেকখানি সন্দেহ তৈরী হয়েছে। কারণ বিশ্ব ইতিহাসের প্রায় সকল রাষ্ট্র রাজনৈতিক ব্যবস্থা, শাসন পদ্ধতি, প্রকরণ, ক্ষমতার বিন্যাস প্রভৃতি পুরুষতান্ত্রিক কাঠামোর বেড়াজালে আবদ্ধ। ফলতঃ বিশ্ব সমাজ ব্যবস্থায় নারী আজ অর্ধেক মানবী হওয়া সত্ত্বেও তার আশা, আকাঙ্ক্ষা, অভিব্যক্তি প্রভৃতি আজ যেন এক অস্তমিত সূর্য। যেখানে নারী পুরুষের দ্বারা সৃষ্ট প্রতিভাস। প্রতিথযশা নারীবাদী তাত্ত্বিক সিমোন দ্যা বভেয়ারের ১৯৪৯ সালে প্রকাশিত "The 2nd Sex" গ্রন্থে তিনি সঙ্গতভাবেই উল্লেখ করেছেন, "One is not born a woman but becomes a woman"। অর্থাৎ পুরুষশাসিত সমাজই তাকে নারী হয়ে ওঠার শিক্ষায় অতি শিক্ষিত করে তোলে। নারী-পুরুষের এই লিঙ্গগত কৃত্রিম বিভাজনই আজ আর্থ সামাজিক তথা রাজনৈতিক ব্যবস্থার গঠন বিন্যাসে ও বিকাশে নারীর ভবিষ্যৎকে অনিশ্চিত করে তুলেছে।

নানা প্রাতিষ্ঠানিক বিধিব্যবস্থা, নিয়ম কানুন, লোকাচার প্রভৃতি ক্ষেত্রে নারীকে ব্রাত্য করে রাখার প্রয়াস অতি প্রাচীন কাল থেকে প্রবহমান। যেখানে নারী কিংবা নারীত্বের অধিকার বারবারই প্রশ্নের সম্মুখীন। যেমন ইসলাম ধর্মে নারীকে পুরুষ সৃষ্ট

মোড়কে (পর্দাপ্রথা, বোরখা) দ্বারা আচ্ছাদিত করার প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। যেখানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারীকে কেবল সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। কিংবা খ্রীষ্টধর্মেও নারীর অবস্থানগত কোনও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়নি। যেখানে নারীকে অপবিত্র, পুরুষ প্রলুব্ধকারী, পৃথিবীতে পাপ সৃষ্টিকারী বস্তু হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তবে হিন্দু ধর্ম যেন সকলকে ছাড়িয়ে গেছে, হিন্দু ধর্মে মহাপুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত কিংবা বাৎসায়নের কামসূত্রে নারীকে দুর্গা, লক্ষ্মী, প্রভৃতির সঙ্গে তুলনা করলে পরক্ষণে তাকে আবার অসতী, দূর্ভাগা হিসাবে তুলনা করা হয়েছে। অর্থাৎ ব্যক্তিগত ধনসম্পদ ভিত্তিক পিতৃতান্ত্রিক সমাজের বুনিয়াদকে সুরক্ষিত করার উদ্দেশ্যেই তথাকথিত ধর্মীয় বিধিবিধানে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে পুরুষের সার্বিক প্রভূত্ব ও নারীর সার্বিক হীনতার তত্ত্ব। এক্ষেত্রে স্মৃতিশাস্ত্রের প্রধান বক্তা মনু উক্তি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তার মতে

"পিতা রক্ষতি কোমারে, ভর্তা রক্ষতি যৌবনে।
রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্তুতি'।।

আরও বলা যেতে পারে হিন্দু শাস্ত্রে মেয়েরা নারায়ণ শীলা স্পর্শ করতে পারে না, কিন্তু কেন? দেবতারা যদি মানুষের দ্বারা পূজিত হন, তবে মেয়েরা ব্রাত্য থাকবেন কেন? তাহলে মেয়েরা কি মানুষ নন। এই জন্যই বোধ হয় বিশিষ্ট নারীবাদী ভার্জিনিয়া উলফ নারী সমাজের জন্য একটি নিজস্ব কক্ষ (own self) চেয়েছিলেন। মূলতঃ লিঙ্গ ভেদে নারীদের অসহিষ্ণু অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য। যেখানে নারী আজও দাসী, ভোগ্য সামগ্রী কিংবা পণ্য হিসাবে পরিচিত।

যারফলে নারী বা নারী সমাজ সম্পর্কিত আলোচনা আজ বহুল চর্চিত বিষয় হয়ে উঠেছে। পুরুষ কিংবা নারী শব্দগুলি অতি ক্ষুদ্র ব্যঞ্জনাময় হলেও এর মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে ক্ষমতা। তাই আধিপত্যের প্রয়োগ কিংবা অবদমন ও শোষণ আজ নারী জীবনের প্রাত্যহিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে, "মানুষ জন্মসূত্রে স্বাধীন কিংবা নিজেকে স্বাধীন হিসেবে ভাবতে অভ্যস্থ হলেও সমাজ কাঠামোর জটিল বিন্যাস (পুরুষ নির্বাচিত) তাকে (মূলত নারী) অন্যের কাঠামোয় আবদ্ধ করে রাখে। যেখানে তার সাফল্য উৎকর্ষতা, বিকাশ এ সমস্ত কিছুতে তার বিশেষ ভূমিকা থাকে না। যেহেতু নারী যে লিঙ্গগত বৈষম্যেরই ফসল। আসলে নারী ও পুরুষের এই বিভাজন ক্ষমতা কেন্দ্রিক এক বিন্যাস। যেখানে একে অপরকে নিয়ন্ত্রিত করে চলে। অন্যভাবে বলতে গেলে পুরুষ তার ক্ষমতাকেন্দ্রিক কাঠামোয় নারীকে সংরক্ষিত করার মধ্য দিয়েই তার অস্তিত্বকে চিহ্নিত করতে চায়। অর্থাৎ পুরুষের প্রতিষ্ঠা প্রাপ্তি নারীকে পুরুষ নির্দিষ্ট পথে পরিচলনের মধ্য দিয়ে। অন্যভাবে বলতে গেলে sex is biologically constructed, but gender is culturally constructed.

অর্থাৎ নারী নির্যাতন পুরুষ চালিত সমাজের এক অলংকার হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেয়ে আসছে। যেখানে তার পৌরুষ নারী নির্যাতনের মাধ্যম হিসাবে আভাসিত। যেখানে নারীর কোন নিজস্ব অস্তিত্ব নেই। পুরুষের (সন্তান, স্বামী, পিতা) সেবা করার মধ্য দিয়েই নারীর জন্মের সার্থকতা। কিংবা অন্যভাবে বলতে গেলে তার সবুজ স্বপ্নের ঘটে সলিল সমাধি। সম্ভবত সেই কারণেই জার্মান সমাজ দার্শনিক নিৎসে বলেছিলেন, "ভগবানের দ্বিতীয় ভুল হল নারীকে নারী হিসাবে জগৎ-এ পাঠানো।" জাতি, ধর্ম, বর্ণ, স্থান কাল ভেদে এই লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যের তেমন কোনও ব্যতিক্রম ঘটেনি। অর্থাৎ ক্ষেত্র বিশেষে নারীর অবস্থান ভিন্ন হলেও তার উপর হিংসা বা আক্রমণের চিত্রটা মোটামুটিভাবে এক রকম এবং যা আজও ক্রমবর্ধমান। ভারতবর্ষও তার ব্যতিক্রম নয়।

বর্তমান পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক বিকাশ রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, গঠনমূলক পরিকাঠামো ইত্যাদি বিশ্ব সমাজ ব্যবস্থায় ভারতবর্ষকে যশ, খ্যাতি ও মর্যাদার শিখরে উন্নীত করলেও একবিংশ শতকের প্রথমার্ধে পৌঁছে আজও নারীর অবস্থান যেন এক অস্ফুট আলোর বিন্দু। যদিও এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে ভারতবর্ষের ইতিহাস অতিপ্রাচীন হলেও সর্বদাই মানবতার জয়গান গেয়েছে। ভারতের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন কিংবা আর্থ সামাজিক বিকাশে নারীরা এক অবিস্মরণীয় অবদান রেখেছে ঠিকই কিন্তু কালভেদে নারী সমাজের প্রতি বিমূখীনতার চিত্রও আমরা খুঁজে পাই যেখানে অবদমন, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, খুন, ধর্ষণ প্রভৃতি যেন নারী সমাজের প্রাত্যহিক জীবনের আনুষঙ্গিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এক্ষেত্রে আমরা বেহুলা, দ্রৌপদী অথবা বর্তমানে নির্ভয়ারা যার জাজ্বল্য প্রমাণ।

অর্থাৎ আদিমকাল থেকেই মেয়েদের আমরা পূর্ণ মর্যাদা শিখিনি। অথচ সেই নারীর গর্ভেই ধারণ করে নতুন জীবন। তাছাড়া আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারীর অবস্থান আরও দুর্দশাময়। জীবন বিকাশের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারী যেন এক পরজীবী সত্ত্বা ছাড়া

আর কিছুই নয়। এমনকি পরিবারে নারী উপার্জনকারী হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাকে অনুমতি নিতে হয় তার পিতা বা স্বামীর কাছ থেকে। এ যেন তার নারী সত্ত্বার শ্রেষ্ঠ সামগ্রী, শ্রেষ্ঠ আয়োজন সেই পুরুষ কর্তার উদ্দেশ্যই নিবেদিত নৈবেদ্য। তাছাড়া উপার্জনহীন মহিলাদের কথা না প্রকাশ করাই ভালো। কারণ পুরুষ অনুশাসিত সমাজে তাদের স্থান বিশেষত "অন্নপাক কারণে" রান্নাঘরে অথবা সন্তান পালনের মতো গুরুদায়িত্ব পালন করে প্রকৃতি "জায়া-জননী" হয়ে ওঠেন।
একইভাবে শিক্ষা ক্ষেত্রে চিত্রটাও একই রকম। যে শিক্ষা মানুষকে উদার, যুক্তিবাদী করে তোলে, পুরুষ নির্বাচিত সেই শিক্ষাই নারীকে অনেক ক্ষেত্রেই আধুনিক শিক্ষা থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। যে কারণেই হয়তো স্কুল ফিরতি ছোট্টো বাচ্চামেয়েটি তার বাবাকে বলে ওঠে –

'ভাই এর বেলায় ম্যাথ, ফিজিক্স, কেমেস্ট্রি।
আর আমার বেলায় বাংলা ভূগোল হিস্ট্রি'।।

কিংবা ছোট্টো মেয়ে মেলায় গিয়ে যখন দেখে, বাবা আদর করে তাকে একটি সুন্দর পুতুল উপহার দেন এবং ভাইকে এনে দেন একটি খেলনা বন্দুক, তখন মেয়েটি আনন্দের সহিত তা গ্রহণ করলেও এই উপহার প্রাপ্তি যে লিঙ্গগত বৈষম্যেরই ফসল সেটা হয়তো তার ছোট্ট অবুঝ মন ধরতে পারেনা। তবে বাস্তবিক চিত্রটা কি তাই নয়? অর্থাৎ নারী বা তার সমাজকে নির্মাণ করার যে প্রয়াস সমাজ সৃষ্টির উষা লগ্নে সৃষ্ট তা আজও দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে। আশ্চর্য হওয়ার বিষয় যখন আমরা আনন্দবাজার পত্রিকা, বর্তমান কিংবা অন্যান্য প্রথম সারির পত্রিকায় পাত্র-পাত্রী বিভাগ দেখি। সেখানে পাত্রী চাই কলমে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় ডাক্তার, অধ্যাপক কিংবা অন্য কোন উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত পাত্রের জন্য বিনয়ী, নম্র, সুমুখশ্রী, অতিব ফর্সা, স্লিম, গৃহকর্মে নিপুণা, স্বাস্থ্যবতী, প্রকৃত সুন্দরী পাত্রী চাই। অর্থাৎ এ যেন এক পুরুষ নির্ধারিত অভিনব নির্মাণ। যেখানে পুরুষ সৃষ্ট গঠন বিন্যাসে নারীর শ্রেষ্ঠত্ব। যে কারণে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন,

"শুধু বিধাতার সৃষ্ট নহ তুমি নারী।
পুরুষ গড়েছে তোরে সৌন্দর্য সঞ্চারি'।।

আরও বলা যেতে পারে আধুনিক বিশ্বায়িত সমাজে পুঁজিবাদের ফলদায়ক সৌন্দর্য নারীকে জীবন প্রতিপালনের অন্য আর পাঁচটা পণ্যের মতো করে বেচতে শিখিয়ে। Fashion Show কিংবা Beauty Contest এর মতো প্রতিযোগিতা নারীকে ক্রমশ বিপননমুখী করে তুলেছে। এমনকি বর্তমানে নারীর কণ্ঠস্বরও তাতে বাদ যাচ্ছে না। ট্রেণ, প্লেন, বহুজাতিক বাণিজ্যিক সংস্থা কিংবা মোবাইলের কোন information জানতে চাইলে সঙ্গে সঙ্গে ওপাশ থেকে এক সুরেলা, মায়াবী কণ্ঠে ভেসে আসে "Wellcome note"। অর্থাৎ গণ মাধ্যমগুলি সমাজ বাস্তবতাকে ফুটিয়ে তুললেও লিঙ্গগত বিভাজন রেখাকে কতটা মুছতে পেরেছে সে বিষয়ে সন্দেহ জাগে। কারণ লিঙ্গগত বিভাজনের মতো রসালো ত্বত্ত পরিবেশন জনমানসে ব্যাপক আকর্ষণ তৈরী করে যা গণমাধ্যমগুলির ব্যবসায়ীক পরিব্যাপ্তির প্রসার ঘটায়।"

সুতরাং লিঙ্গগত বৈষম্যের ব্যাপ্তি যে আজ অসংগঠিত ক্ষেত্রেও প্রসারিত একথা স্বীকার করতেই হবে। তাই রাষ্ট্র, রাজনৈতিক কাঠামোর কাছে এই বৈষম্যকে মুছে ফেলা এক বিরাট চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেমন বলা যেতে পারে 1994 সালে জন্মের পূর্বে লিঙ্গ নির্ধারণ বেআইনি বলে ঘোষিত হলেও তা আর পাঁচটা আইনের মতো কঠোরভাবে বলবৎ করা যায়নি। এই লিঙ্গগত বৈষম্যের ফল হিসেবে অসম্ভবভাবে নারী ও পুরুষের অনুপাত কমেছে। বিশেষ করে উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, হরিয়ানার মতো রাজ্যগুলিতে যেখানে দেখা যাচ্ছে প্রতি ১০০০ পুরুষ পিছু নারীর সংখ্যা ৭০০ জন। এতে সামাজিক ভারসাম্য নষ্ট তো হচ্ছে, উপরন্তু দেখা যাচ্ছে বিবাহযোগ্য পুরুষদের নারী খুঁজতে পাড়ি দিতে হচ্ছে ভিন প্রদেশে। যা এক অপসংস্কৃতির জন্ম দিচ্ছে। যেখান থেকে সামাজিক বিভেদ, অশান্তি তৈরীর আশঙ্কা দেখা যাচ্ছে। এর সঙ্গে বাড়ছে নারী পাচার চক্রও। ২০০২ সালে লিঙ্গ নির্ধারণ ও কন্যাভ্রূণ হত্যা আইন সংস্কার করা হয় যেখানে বলা হয় ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণের শাস্তি স্বরূপ দশ হাজার টাকা ও তিন বছর কারাদন্ড এবং ভ্রূণ হত্যার সাজা ৫ বছর কারাদন্ড ও পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা ঘোষণা করা হয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে অবাধে চলছে কন্যাভ্রূণ হত্যা। বলা যেতে পারে নারীরা আজ মাতৃ প্রকোষ্ঠের বাইরে নয় মাতৃপ্রকোষ্ঠের মধ্যেও মরছে। যেকারণেই হয়তো বিশিষ্ট সমাজ দার্শনিক প্লুটো "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন তিনি নারী হয়ে জন্মাননি বলে।"

আজকের দিনে বিশাখা, মুক্তধারা, কিংবা আরও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলি নারীর ক্ষমতায়ন ও বিকাশে কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ নিলেও সরকারী লাল ফিতের ফাঁসি তার অনেকটা অংশই অধরা থেকে গেছে।

অতি সম্প্রতি ভারতবর্ষের নিরিখে 'স্বয়ম' নামক একটি NGO তার Report- (২০০২) এ যে নারী নির্যাতনের যে চিত্র দেখিয়েছিল তা হল যেখানে প্রতি ১১ মিনিটে একটি করে বধূ নির্যাতনের ঘটনা ঘটে। এবং প্রতি ৬৬ মিনিটে পণের জন্য একটি নারী হত্যা হয়। প্রতি ১২ মিনিটে একটি করে যৌন হেনস্থার শিকার হন নারী, প্রতি ৩২ মিনিটে একটি করে ধর্ষণের ঘটনা ঘটে। তাই বলা যেতে পারে শুধু Report পেশ করলে চলবে না, বাস্তব প্রেক্ষাপটে আশু সমাধান হিসেবে সুষ্ঠু পদক্ষেপও গ্রহণ করতে হবে।

বিখ্যাত নোবেল জয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের মতে ভারত ও চীনের মতো দেশে জন সংখ্যায় প্রায় দশ কোটি মহিলা বৃদ্ধি পেলেই তবে নর-নারীর সমতা সমাজে রক্ষিত হবে।

একথা ধ্রুব সত্য যে নর-নারী হৃদয়গত বন্ধনেই সৃষ্ট এই সমাজ, এই সমাজের বিকাশ-ব্যাপ্তি অনেকটাই দাঁড়িয়ে রয়েছে নর-নারীর যৌথ কর্ম প্রচেষ্টা, বিকাশশীল মনন, কিংবা যুক্তিবাদী ভাবনার ওপর। তাই বর্তমানে আমাদের I বা You এর পরিবর্তে We (নর-নারী) এর উপর আস্থা রাখতেই হবে। বিশ্ব বিবেক বিবেকানন্দ বলেছিলেন, "কোন জাতির প্রগতির শ্রেষ্ঠ মাপকাঠি নারীদের প্রতি নরের মনোভাব।"

আসলে শিক্ষা, সংস্কারের মাড়কে পুরুষের ক্ষমতা লিপ্সু মনোভাব, অসুস্থ চিত্ত মানব সমাজকে মানবতার ধ্বংস স্তূপে পরিণত করে চলেছে। যে স্তূপের নীচে ক্রমশ চাপা পড়ে যাচ্ছে নারী কিংবা তার পারিপার্শ্বিক সমাজ। বিশ্ব সমাজের একজন সাধারণ মানবিক মুখ হিসাবে এই অবদমিত নারী সমাজকে মুক্ত করার দায়ভার আমাদের সকলের হওয়া উচিত। আমরা সকলে অধীর আগ্রহে এক বৈষম্যহীন, সম মর্যাদাপূর্ণ, বিকাশশীল সমাজের অপেক্ষায় রয়েছি। পরিশেষে বলবো,

"8th March আসছে দিন ।
নারী মর্যাদার শপথ নিন'।।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী :

বাংলা:

১। বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্যাণী, *নারী শ্রেণী ও বর্ণ*, ম্যানস্ক্রিপ্ট, কলকাতা, ২০০০।
২। আজাদ, হুমায়ুন, *নারী*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯২।
৩। ভট্টাচার্য, সুতপা, *মেয়েদের আত্মকথা : একক নারীর স্বর*, অনুষ্টুপ, কলকাতা, ১৪১৯।
৪। বোভেয়ার, দ্য সিমোন, *দ্বিতীয় লিঙ্গ*, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, ২০১১।

English:

1. Ahuja, Ram, *Sextual violence*, Rawat Publication, Jaipur, 2004.
2. Sinha, Mridula, *Neither Puppet nor Butterly*, Ocen Books, New Delhi, 1998.
4. Memon, Nivedita (ed.), *Gender and Politics in India*, OUP, New Delhi, 2007.
5. Neera Desai & Usha Thakkar, *Women in Indian Society*, National Book Trust, New Delhi, 2001.
6. Bagchi, Jyosadhara (ed.), *Indian Women: Myth and Reality*, Sangam, Hyderabad, 1995.

পত্রিকা

১। *স্বয়ম*, হিংসার বিরুদ্ধে নারী, কলকাতা, ২০০২।
২। *আনন্দবাজার পত্রিকা*, ডিসেম্বর, ২০১২।